দৈনিক বাংলা

তারিখ ... ২৬।১১।৭৯ ...
পৃষ্ঠা ... ৫ কলাম ৩ ...

217

ফসল্ ফলাতে হলে

গভীরে হারালে রস মাটি শুধু মাটি হয়ে যায়। কবিতার এই পংক্তির অন্তর্নিহিত বক্তব্য যে কতটা সত্য তা আমাদের চেয়ে আর কে বেশি জানে? বিগত গ্রীষ্মের ভয়াবহ ও নজিরবিহীন খরার সময়ই আমরা দেখেছি যে গভীরে রস হারিয়ে মাটি শুধু মাটিই হয়ে যায় না, পাথরেও পরিণত হয়। গ্রীষ্মের খরদহনে, খরার প্রচন্ড প্রতাপে মাটির সব রস শুকিয়ে যায়, মাটি-মাঠ ফেটে চৌচির হয়, মাটিকে আর তখন মাটি বলেই চেনা যায় না। চারদিকে মরুভূমির মতো ধু-ধু শূন্যতা বিরাজ করে, মাটি থেকে দিগন্ত অবধি জ্বলতে থাকে যেন আগুন। আর তখন সবার কন্ঠ ফুঁড়ে ধ্বনিত হয় বৃষ্টির জন্যে আকুল প্রার্থনা: আল্লা মেঘ দে পানি দে ছায়া দে-রে তুই।

মেঘ বিহীন খরবৈশাখে—গ্রীষ্মের দাবদাহে মাটি-মাঠ, নদী-নালা, গাছপালা—এক কথায় প্রকৃতি ও পারিপার্শ্বিকতার অবস্থা যা দাঁড়ায় তা হলো: ক্রমে শুষ্ক হয়ে যায় মাটি মাঠ বিশাল বসুধা/নিষ্পত্র গাছের শাখা, জলও বুঝি সজলতাহীন/শূন্যের নীলিমা-নীলক্ষয় গাঢ় ধূসরতা পায়।—কবির ভাষায় এই যখন অবস্থা তখন মাটির গভীরে কোনো রস না-থাকারই কথা। মেঘ বৃষ্টি না থাকলে যেমন গ্রীষ্মের দাবদাহে মাটি সব রস ও সজীবতা হারিয়ে ফেলে, তেমনি নদী-নালা, দীঘি-পুকুর, খানা-ডোবা শুকিয়ে যাওয়ার দরুন পানিরও আকাল দেখা দেয়। এমনকি পানির স্তর নীচে নেমে যাওয়ার ফলে নলকূপের সাহায্যে কিংবা অন্য কোনো যান্ত্রিক পদ্ধতিতেও পানি উঠানো কঠিন হয়ে পড়ে।

পানি তৃষ্ণা মিটানোর উপকরণ জীবন বাঁচানোর উপাদান। পানি বিহনে তৃষ্ণায় বুক ফেটে যেতে চায়, পানি না পেলে জীবন বাঁচে না। এ-কারণেই পানির অন্য নাম 'জীবন'। কিন্তু পানি তো শুধু মানুষ এবং অন্যান্য জীবজন্তুর জন্যেই অপরিহার্য নয়, গাছপালা বেঁচে থাকার জন্যেও পানি চাই। এক কথায় প্রাণী মাত্রই পানি ছাড়া বাঁচতে পারে না, এমনকি মাটিও পানি ছাড়া সজীবতা হারায়। আর তখন এই মাটিতে চাষাবাদ করা, ফসল ফলানো কঠিন হয়ে পড়ে। রুক্ষ ও প্রাণহীন মাটিতে লাঙল কিংবা কোদাল চালাতে গেলে প্রাণান্ত পরিশ্রমেও কোনো ফল হয় না। আর চাষাবাদ ব্যাহত হওয়া, মাঠে ফসল ফলাতে না-পারা যে কি ভয়াবহ ব্যাপার—তা আমাদের মতো কৃষিপ্রধান, উন্নয়নশীল ও খাদ্য ঘাটতির দেশের চেয়ে কে আর বেশি উপলব্ধি করে?

প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকেই আমরা জানি: খরায় বিনষ্ট হয় শস্যক্ষেত, সবুজ বিপ্লব। কিন্তু এতো গেল জমিতে ফসল ফলানোর পরের সমস্যা। মাটিতে রস না থাকলে খরতাপে ও বৃষ্টির অভাবে মাটি শুকিয়ে গেলে যে চাষাবাদই করা চলে না, বীজ বপন আর চারা রোপণ যা-ই বলি না কেন, সবকিছুর জন্যেই যে মাটির গভীরে রস থাকা চাই। এই রস বজায় রাখার জন্যেই দরকার পানি—তা সে মাটির গভীরে সঞ্চিত পানিই হোক, আর সেচের পানিই হোক। প্রকৃতি যখন বিরূপ বা কৃপণ হয়ে পড়ে, অনাবৃষ্টির দরুন চাষাবাদ ব্যাহত কিংবা ক্ষেতের ফসল নষ্ট হয়, তখন সেচের প্রয়োজনীয়তা আরও বেশি হয়ে দেখা দেয়। কিন্তু, সেচ করতে হলেও তো পানি চাই। আর এই পানির উৎস হলো নদী-নালা, খাল-বিল, দীঘি-পুকুর, খানা-ডোবা। পানির যাতে কখনো অভাব না ঘটে, খরার দিনেও পানি দুর্লভ না হয়, সে জন্যেই দরকার নদী-নালা, খাল-বিল, দীঘি-পুকুর, খানা-ডোবা ইত্যাদির সংস্কার।

নদী-মাতৃক আমাদের দেশে আপাতদৃষ্টিতে পানির কোনো অভাব নেই বটে; কিন্তু প্রকৃতি বিরূপ হলে, গ্রীষ্মকালের খরতাপে পানির স্তর নীচে নেমে এবং মাঠ-ঘাট শুকিয়ে গেলে অবস্থাটা যে কি দাঁড়ায় সে-তো আমাদের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতারই অন্তর্গত। সেচের অভাবে শুধু যে গ্রীষ্মকালেই চাষাবাদ ব্যাহত হয়, ফসলের উৎপাদন মার খায়, তা-ই নয়, বৃষ্টি না হলে শীতকালেও একই অবস্থা ঘটে। বস্তুত, চাষাবাদ করতে হলে, জমিতে ফসল ফলাতে হলে সব সময়ের জন্যই সেচের পর্যাপ্ত ব্যবস্থা থাকা দরকার, পানির অভাবে যাতে সেচ ব্যাহত না হয়, সে ব্যবস্থা নেয়া দরকার। আর এ জন্যই প্রয়োজন নতুন খাল কাটা, পুরনো ও মজে যাওয়া খাল খনন, এসবের সংস্কার।

খাল খননের মাধ্যমে পানি সঞ্চিত করে ও ধরে রাখা গেলে, সেচ-ব্যবস্থার উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ করা সম্ভব হলে, চাষাবাদের মৌসুমে এবং পরবর্তীকালেও পানির জন্য আমাদের বৃষ্টির অপেক্ষায় প্রকৃতির করুণার ওপর সম্পূর্ণত নির্ভর করে থাকতে হবে না। দেশীয় ও যান্ত্রিক পদ্ধতিতে সেচের মাধ্যমে জমিতে চাষাবাদ ও ফসল ফলানো সম্ভব হবে। কবির ভাষায়—জল দাও, জল দাও/মাটির গভীরে ঢালো জল/শিকড় সজীব হবে/মাঠে মাঠে ফলবে ফসল। ফসল ফলানো—বিশেষ করে খাদ্যশস্যের উৎপাদন বাড়ানো আমাদের জন্য একান্ত জরুরী হয়ে পড়েছে—আর তা করতে হলে সেচের পর্যাপ্ত ব্যবস্থা নিতেই হবে। সাম্প্রতিক খরা এই প্রয়োজনীয়তা যেন আঙুল দিয়ে দেখিয়ে গেছে।

প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান দেশে খাল খননের এক ব্যাপক কর্মসূচী ঘোষণা করেছেন। ডিসেম্বর থেকে এই কর্মসূচী বাস্তবায়নের কাজ শুরু হতে যাচ্ছে। স্বেচ্ছাশ্রমে এই কর্মসূচী সফল করে তোলা প্রত্যেকেরই অবশ্য কর্তব্য। আমাদের দেশে রয়েছে বিপুল জনশক্তি, স্বেচ্ছাশ্রমে এগিয়ে গেলে এই জনশক্তি দিয়ে শুধু খাল খনন কেন, নদী-নালা সংস্কার, বাঁধ নির্মাণ ইত্যাদিও সম্পন্ন হতে পারে, এবং এ ধরনের কাজের নজিরও রয়েছে। খাল খনন কর্মসূচী সফল হলে শুধু সেচের পথই প্রশস্ত হবে না, অতিবৃষ্টি এবং বন্যার পানি নিষ্কাশনের পক্ষেও হবে বিশেষ সহায়ক। আর খাল-বিলে মাছের চাষ বাড়িয়েও খাদ্য চাহিদার একটা বড় অংশ মেটানো সম্ভব হবে। এই সম্ভাবনার কথাটাও যেন আমরা ভুলে না যাই। মনে রাখতে হবে, মাঠের ফসল, কি জলের শস্য—কোন কিছুই পানি ছাড়া ফলে না।

—নাগরিক